৫। পূর্ণ যতি কাকে বলে?
উ: বাক্যের উচ্চারণের সময় শ্বাস গ্রহণের জন্য যে দীর্ঘ বিরতির প্রয়োজন হয় অথবা বাক্যের বক্তব্য বিষয়ের সমাপ্তির পর যে স্থায়ী বিরতি সূচিত হয়, তাকে পূর্ণ যতি বলে।

৬। ছেদ কাকে বলে?
উ: কোনো বাক্য পড়বার সময় তার অর্থকে পরিস্ফুট করবার জন্য ধ্বনি প্রবাহে যে বিরামের সূচনা করা হয়, তাকে যে চিহ্নের দ্বারা প্রকাশ করা হয়, তাকে বলে ছেদ।

৭। ছেদ কয় প্রকার ও কি কি?
উ: দুই প্রকার। যথা— হ্রস্ব ছেদ ও পূর্ণ ছেদ।

৮। হ্রস্ব ছেদ কাকে বলে?
উ: কোনো বাক্য পড়বার সময় তার আংশিক অর্থকে পরিস্ফুট করার জন্য ধ্বনি প্রবাহে যে বিরামের সূচনা করা হয় তাকে হ্রস্ব ছেদ বলে।

৯। পূর্ণ ছেদ কাকে বলে?
উ: কোনো বাক্যের অর্থের সমাপ্তিতে যে দীর্ঘ বিরামের সূচনা হয় তাকে পূর্ণ ছেদ বলে।

যতিলোপ

১। যতিলোপ কাকে বলে?
উ: বাংলা ছন্দে একটি সম্পূর্ণ অক্ষরের পরে যতিপাত হয়। কিন্তু যেখানে একটি অক্ষরের মাঝে তাকে ভেঙে যতিপাত করতে হয়, সেখানে যতি অন্তর্গূঢ় হয়ে পড়ে। এই অন্তর্গূঢ় যতিকেই যতিলোপ বলে।

২। যতিলোপ কিভাবে প্রদর্শিত হয়?
উ: যতিলোপ (¦) - এই চিহ্ন দ্বারা প্রদর্শিত হয়।

৩। যতিলোপের একটি উদাহরণ দাও।
উ: তোমার স-¦ন্ধ্যা ছিল | প্রদীপ হী- ¦না ‖
আঁধার দু- ¦য়ারে তব | বাজানু বী-¦ণা ‖

৪। যতিদৌর্বল্য কাকে বলে?
উ: কোনো কারণে বাক্যের কোনো চরণে যতি যদি স্বষ্টভাবে প্রতীয়মান না হয় তবে যতি দুর্বল হয়ে পড়ে, একে যতি দৌর্বল্য বলে।

৫। যতি কখন দুর্বল হয়ে পড়ে?
উ: বাক্‌ছন্দের সাথে গীত ছন্দের মিল না হলে।

৬। যতিলোপ হয় কেন?
উ: একটি শব্দ এক সঙ্গে উচ্চারণ করাই জিহ্বার অভ্যাস। এই অভ্যাসের বশবর্তী হয়েই জিহ্বা প্রতিটি শব্দকে এক সঙ্গে উচ্চারণ করতে চায়। কিন্তু যেখানে একটি শব্দকে ভেঙে যতিলোপ করতে হয়, সেখানে জিহ্বা সেই যতিপাতের কারণে না থেমে তার অভ্যাস বশত শব্দটি একত্রে উচ্চারণ করার জন্য অগ্রসর হয়ে যায়। এর ফলে সেই স্থানের যতি অন্তর্গূঢ় হয়ে পড়ে। আর সেখানে যতিলোপ হয়।

Scanned with CamScanner

পর্ব

১। পর্ব কাকে বলে?

উ: বাক্য উচ্চারণের সময় শ্বাস গ্রহণের জন্য যে আংশিক বিরতির প্রয়োজন হয় সেই আংশিক বিরতির দ্বারা বাক্যের ধ্বনি প্রবাহ বাধা প্রাপ্ত হয়। এই ভাবে বাধাপ্রাপ্ত ধ্বনি প্রবাহকে পর্ব বলে। অর্থাৎ এক হ্রস্ব যতি থেকে আর এক হ্রস্ব যতি পর্যন্ত বাক্যের ধ্বনি প্রবাহকে পর্ব (Foot or Measure) বলে। যেমন—

দেখিবে অলকায় | সৌধশ্রেণি তায় | অভ্রভেদী শির | তোমার প্রায় ||

ললিত বনিতার | চটুল গতিভার | বিজলীখেলা যেন | জলদ গায় ||

এখানে প্রতিটি চরণ চারটি পর্বে বিভক্ত। (|) -এই চিহ্ন দ্বারা পর্ব বিভাজন করা হয়েছে।

২। পর্বের গুরুত্ব কি?

উ: পর্বের মাত্রা সংখ্যার ওপরেই ছন্দের প্রকৃতি নির্ভর করে।

৩। যুক্তপর্ব কাকে বলে?

উ: বাক্যের অন্তস্থিত যতি ও আদিস্থিত বলের অভাব জনিত কারণে যখন দুটি পর্ব সংযুক্ত হয়ে পড়ে তখন তাকে বলে যুক্তপর্ব।

৪। পর্বাঙ্গ কাকে বলে?

উ: পর্বের মধ্যবর্তী বিভিন্ন অক্ষরের উচ্চারণের সময়ের যে হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে থাকে সেই অনুসারে পর্বকে যে নানান অংশে ভাগ করা যায়, তাকে বলে পর্বাঙ্গ। যেমন —

দেখিবে - অলকায় | সৌধ - শ্রেণি - তায় | অভ্র - ভেদী - শির | তোমার - প্রায় ||

এখানে প্রথম ও চতুর্থ পর্বে দুটি করে পর্বাঙ্গ হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বে তিনটি করে পর্বাঙ্গ হয়েছে।

পঙ্‌ক্তি / ও চরণ

১। পঙ্‌ক্তি কাকে বলে?

উ: কবিতায় একই রেখায় সজ্জিত ধ্বনি প্রবাহকে পঙ্‌ক্তি (written line) বলে।

২। চরণ কাকে বলে?

উ: পূর্ণ যতির দ্বারা সীমাবদ্ধ ধ্বনির প্রবাহকে চরণ (Metrical line) বলে। অন্যভাবে বলা যায়, "যে পরিমাণ ধ্বনি প্রবাহে ছন্দের পূর্ণ মাপ পাওয়া যায় তাহাই চরণ।"

৩। পঙ্‌ক্তি ও চরণের মধ্যে পার্থক্য কি?

উ: পঙ্‌ক্তি লিপি নির্ভর, কিন্তু চরণ ধ্বনি নির্ভর।

৪। কোনো চরণের শেষ পর্বটি যদি অন্যান্য পর্বর থেকে ছোট হয় তবে তাকে কি বলে?

উ: হ্রস্ব পর্ব।

৫। কোনো চরণের শেষ পর্বটি যদি অন্যান্য পর্বের থেকে দীর্ঘ হয় তবে তাকে কি বলে?

উ: দীর্ঘ পর্ব।

Scanned with CamScanner

৬। অতিপর্ব কাকে বলে?

উ: কোনো চরণের পূর্বে সন্নিবিষ্ট যে সকল ধ্বনি সমষ্টি চরণের হিসাবের মধ্যে অঙ্গীভূত না হলেও চরণের সঙ্গে সংযুক্ত অবস্থায় অবস্থান করে, তাকে বলে অতিপর্ব।

৭। তেরজা রিমা ছন্দ কাকে বলে?

উ: যে ছন্দের প্রতি স্তবকে তিনটি চরণ থাকে এবং প্রতিটি স্তবকের প্রথম ও তৃতীয় চরণের মিল থাকে, দ্বিতীয় চরণের মিলের জন্য পরের স্তবকের প্রথম ও তৃতীয় চরণের অপেক্ষা করতে হয়, তাকে তেরজা রিমা ছন্দ বলে। যেমন—

"শুনাব নূতন ছন্দে মম ইতিহাস ক
কেমনে হইনু আমি শেষকালে কবি। খ
আগে শুনে কথা, শেষে করো পরিহাস। ক

যৌবনে বাসনা ছিল, দুনিয়ার ছবি খ
আঁকিতে উজ্জ্বল করে, সাহিত্যের পরে'— গ
বর্ণের স্বর্ণের লাগি পূজিতাম রবি।" খ

৮। চরণ কয় প্রকার ও কি কি?

উ: পর্বের সংখ্যা অনুযায়ী সাধারণত সাত প্রকারের চরণই অধিক দৃশ্য হয়। তবে এছাড়া অধিক পর্বের চরণও হতে পারে। সাত প্রকার চরণের উদাহরণ হলো —

(1) এক পার্বিক বা একপদী চরণ —

"পাল্কী চলে | ৪
পাল্কী চলে | ৪
গগন তলে | ৪
আগুন জ্বলে" | ৪

(2) দ্বিপার্বিক চরণ বা দ্বিপদী—

"হায় পাগলিনী জনা! | তব সভা মাঝে ৮+৬
নাচিছে নর্তকী আজি, | গায়ক গাইছে, ৮+৬
উথলিছে বীণাধ্বনি | তব সিংহাসনে ৮+৬
বসেছে পুত্রহা রিপু — | মিত্রোত্তম এবে" ৮+৬

(3) ত্রি-পার্বিক চরণ —

"বলার চেয়ে | না বলাতেই | প্রকাশ তার ৪+৪+৩
নীরবতাই | গাঁথে আমার | কথার হার" ৪+৪+৩

(4) চতুষ্পার্বিক চরণ —

"কলিকাতা | শোনে নাকো | চলার খে- য়ালে ৪+৪+৪+২
নৃত্যের | নেশা তার | স্তম্ভে দে - য়ালে" ৪+৪+৪+২

(5) পঞ্চপার্বিক চরণ—

"শুধায়নি তার | নাম কোনদিন | বাহির হতে | খেপা বাতাস | এসে" ৬+৬+৫+৫+২

Scanned with CamScanner

(6) সমপার্বিক চরণ—

"আর অভিমান | করিস নে মা | ক্ষমা দেগো | ও শঙ্করী 8+8+8+8
দু'নয়নে | বহে ধারা, | ম হয়ে কি | সইতে পারি" 8+8+8+8

(7) মিশ্রপার্বিক চরণ—

"ঈশানের পুঞ্জ | অন্ধবেগে ধেয়ে চলে আসে |
বাধা বন্ধনহারা ‖ ৮+১০+৬
গ্রামান্তরে বেনুকুঞ্জে | নীলাঞ্জন ছায়া সঞ্চারিয়া |
হানি দীর্ঘধারা" ‖ ৮+১০+৬

ছত্র ও পদ

১। ছত্র কাকে বলে?

উ: কতগুলি অক্ষর বা দল পর পর সন্নিবিষ্ট হয়ে যে অর্থযুক্ত পংতি গঠন করে তাকে বলে ছত্র। অর্থাৎ কবিতার লাইন বা অক্ষর অথবা দলের এক রেখায় প্রবাহমানতাকে ছত্র বলে।

২। পদ কাকে বলে?

উ: মধ্য-যতির দ্বারা বিভক্ত এবং পর্ব থেকে বৃহত্তর বাক্যাংশকে পদ বলে। যেমন—

"বাকী রাতটুকু | বক্ষে তোমার । বেদনার-নীড় | বেঁধে ‖
চক্ষের জলে | ভাসিয়া কেবল । নীরবে কাটাব | কেঁদে ‖"

| = হ্রস্ব-যতি, । = মধ্য-যতি, ‖ = পূর্ণ-যতি।

সুতরাং এখানে প্রতিটি চরণ দুটি করে পদে বিভক্ত।

৩। পদ অনুযায়ী চরণকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় ও কি কি?

উ: চার ভাগে। যথা— একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চৌপদী।

এই সকল চরণের উদাহরণ হলো নিম্নরূপ —

(1) একপদী —

"তাই মন প্রতিদিন কহে, । ‖
"নহে নহে, এ জন সে নহে"। ‖

(2) দ্বিপদী —

"পূণ্যে পাপে দুঃখে-সুখে ।। পতনে উত্থানে ‖
মানুষ হইতে দাও ।। তোমার সন্তানে" ‖

(3) ত্রিপদী —

"সনকার আর্তনাদে | চম্পক নগর কাঁদে |
ডুবে যায় সপ্ত মধুকর।" ‖

(4) চৌপদী —

"জল পড়ে ঝরঝর, | শীতে তনু থরথর ‖
ভাঙ্গা-গলা কোকিলার | সঙ্গীত তরল ‖"

Scanned with CamScanner

বাংলা ছন্দের ত্রিধারা

১। কে বলেছেন, "সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিচিত বাক্য বিন্যাসের নাম ছন্দ"?

উ: প্রবোধচন্দ্র সেন।

২। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ছন্দ বলতে কি বুঝিয়েছেন?

উ: "বাক্যস্থিত পদগুলিকে যেভাবে সাজাইলে বাক্যটি শ্রুতিমধুর হয়, ও তাহার মধ্যে কালগত ও ধ্বনিগত সুষমা উপলব্ধ হয়, পদ সাজাইবার সেই পদ্ধতিকে ছন্দ বলে।"

৩। "যেভাবে পদ বিন্যাস কলিলে বাক্য শ্রুতিমধুর হয় এবং মনে রসের সঞ্চার হয় তাকে ছন্দ বলে।"— কার কথা?

উ: অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়।

৪। তারাপদ ভট্টাচার্য ছন্দের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে কি বলেছেন?

উ: "কাব্য ভাষার অন্তর্গত বিচিত্র ভঙ্গীর প্রবাহমান ধ্বনি সৌন্দর্যকে বলা হয় ছন্দ। ...ছন্দ একটি পূর্ণ-ধ্বনি-প্রবাহের সুসমঞ্জস্য ও তরঙ্গায়িত ভঙ্গী।"

৫। কে বলেছেন, "কাব্যের প্রধান বাহন সেই সুনিয়ন্ত্রিত ভঙ্গি, যার নাম ছন্দ।"?

উ: বুদ্ধদেব বসু।

৬। প্রবোধচন্দ্র সেন দল বলতে কি বুঝিয়েছেন?

উ: 'ধ্বনি খণ্ড'কে।

৭। কে বলেছেন syllable-এর প্রতিশব্দ হলো 'শব্দ পাপড়ি'?

উ: সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

৮। সুকুমার সেন syllable বলতে কি বুঝিয়েছেন?

উ: অক্ষর।

৯। "বাগ্" যন্ত্রের একটিমাত্র প্রয়াসে উচ্চারিত ভাষাগত ধ্বনিখণ্ডের পারিভাষিক নাম দল।"— কার উক্তি?

উ: প্রবোধচন্দ্র সেন।

১০। "উচ্চারণ-সাধ্য হ্রস্বতম ধ্বনির নাম অক্ষর।"— কার উক্তি?

উ: তারাপদ ভট্টাচার্য।

১১। "অক্ষর বলিতে ছাপার বা লেখার একটি হরফ বুঝিলে ভুল করা হইবে, সংস্কৃতে অক্ষর syllable-এর প্রতিশব্দ।"— কার উক্তি?

উ: অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়।

১২। "বাগ্‌যন্ত্রের একক প্রয়াসে উচ্চারিত বাক্যভুক্ত ধ্বনি খণ্ডের নাম দল।"— কার উক্তি?

উ: প্রবোধচন্দ্র সেন।

১৩। "একটি মুক্ত বা রুদ্ধ হ্রস্বদলের সমপরিমাণ ধ্বনিকে বলে কলা।"— কার উক্তি?

উ: বীরেনে দত্ত।

Scanned with CamScanner

১৪। কে অক্ষরের দৈর্ঘ্যকে মাত্রা বলেছেন?

উ: তারাপদ ভট্টাচার্য।

১৫। ছন্দে কলাকে সর্বাধিক গুরুত্ব কে দিয়েছেন?

উ: প্রবোধচন্দ্র সেন।

১৬। "আসলে যতি দেখায় গতির পতনকে, ঢেউয়ের নামকে।"— কার উক্তি?

উ: দিলীপকুমার রায়।

১৭। 'মিল'কে', কে 'উপযমক' বলেছেন?

উ: প্রবোধচন্দ্র সেন।

১৮। বাংলা ছন্দ কয় প্রকার ও কি কি?

উ: বাংলা ছন্দ প্রধানত তিন প্রকার। যথা— স্বরবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত। অক্ষরবৃত্ত ছন্দ আবার কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত। যেমন— পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী, দিগক্ষরা, একাবলি, সনেট, অমিত্রাক্ষর, মুক্তক ছন্দ, গদ্য ছন্দ। 'পয়ার' আবার দুইটি প্রকার— মহাপয়ার ও প্রবাহমান পয়ার। মাত্রাবৃত্ত ছন্দ আবার দুই প্রকার— প্রত্ন-মাত্রাবৃত্ত বা প্রাচীন মাত্রাবৃত্ত ছন্দ এবং আধুনিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। ছন্দের এই শ্রেণি বিভাগটি নিম্নে ছকের সাহায্যে দেখান হোল—

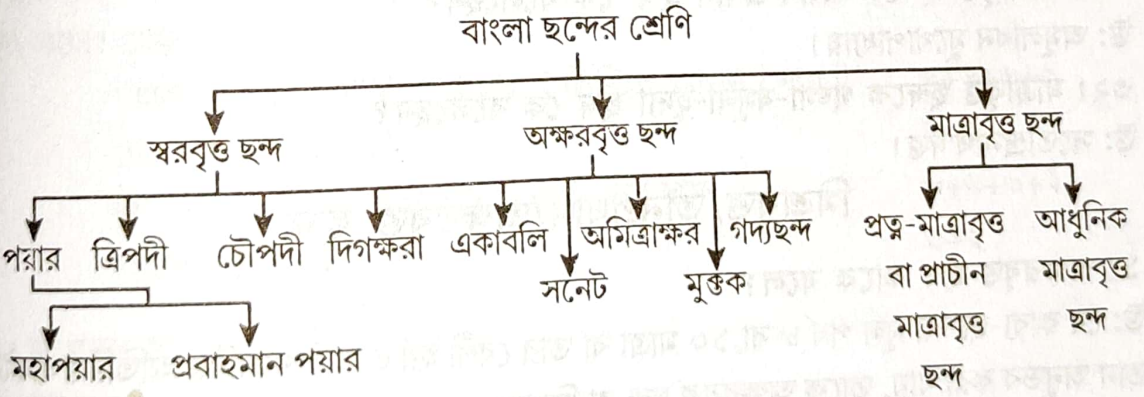

১৯। কে স্বরবৃত্ত ছন্দের 'দলবৃত্ত ছন্দ' নামকরণ করেন?

উ: প্রবোধচন্দ্র সেন।

২০। স্বরবৃত্ত ছন্দকে কে শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দ বলেছেন?

উ: অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়।

২১। স্বরবৃত্ত ছন্দকে বলবৃত্ত ছন্দ কে বলেছেন?

উ: তারাপদ ভট্টাচার্য।

২২। স্বরবৃত্ত ছন্দকে লৌকিক ছন্দ কে বলেছেন?

উ: প্রবোধচন্দ্র সেন।

২৩। স্বরবৃত্ত ছন্দকে ছড়ার ছন্দ কে বলেছেন?

উ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২৪। স্বরবৃত্ত ছন্দকে মাত্রিক ছন্দ বা কথ্যছন্দ বা পর্ব-ভূমক ছন্দ কে বলেছেন?

উ: মোহিতলাল মজুমদার।

Scanned with CamScanner

২৫। স্বরবৃত্ত ছন্দের সর্বশেষ পর্বের পরে যদি একটিমাত্র রুদ্ধদল থাকে, তবে তার মাত্রা কত হবে বলে প্রবোধচন্দ্র সেন মনে করেন?

উ: ২ মাত্রা।

২৬। অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে কে তান প্রধান ছন্দ বলেছেন?

উ: অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়।

২৭। অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে কে 'সাধু বাংলা ছন্দ' বা 'পয়ারজাতীয় ছন্দ' বলেছেন?

উ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২৮। অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে কে 'জটিল কলামাত্রিক' বা 'বিশিষ্ট কলামাত্রিক' বা 'যৌগিক অর্থ কলামাত্রিক' ছন্দ বলেছেন?

উ: প্রবোধচন্দ্র সেন।

২৯। মাত্রাবৃত্ত ছন্দকে কলাবৃত্ত ছন্দ কে বলেছেন?

উ: প্রবোধচন্দ্র সেন।

৩০। মাত্রাবৃত্ত ছন্দকে 'সংস্কৃত ভাঙা ছন্দ' কে বলেছেন?

উ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৩১। মাত্রাবৃত্ত ছন্দকে 'ধ্বনি প্রধান ছন্দ' কে বলেছেন?

উ: অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়।

৩২। মাত্রাবৃত্ত ছন্দকে গঙ্গা-যমুনা-হৃদ্যা ছন্দ কে বলেছেন?

উ: সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

মিশ্রবৃত্ত/তানপ্রধান/অক্ষরবৃত্ত ছন্দ

১। অক্ষরবৃত্ত ছন্দ কাকে বলে?

উ: যে কাব্য-ছন্দের মূল পর্ব ৮ বা ১০ মাত্রা বা তার বেশী হয় এবং শব্দধ্বনির অতিরিক্ত একটা তান অনুভব করা যায়, তাকে অক্ষরবৃত্ত ছন্দ বা মিশ্রবৃত্ত ছন্দ বা তানপ্রধান ছন্দ বলে। যেমন—

" হে সম্রাট, তাই তব | শঙ্কিত হৃদয় ৮+৬
চেয়েছিল করিবারে | সময়ের হৃদয়হরণ
সৌন্দর্যে ভুলায়ে ৮+১০+৬
কণ্ঠে তার কি মালা দুলায়ে |
করিলে বরণ ১০+৬
রূপহীন মরণের | মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে ৮+১০

২। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের লয় কি হয়? এর চাল কি হবে?

উ: ধীর।

গুরু

৩। অক্ষরবৃত্ত ছন্দ কয় প্রকার ও কি কি?

উ: নয় প্রকার। যথা— পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী, দিগম্বরা, একাবলি, সনেট, অমিত্রাক্ষর, মুক্তক ও গদ্যছন্দ।

Scanned with CamScanner